লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কে ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা: জামায়াত নেতাসহ আহত ২

দামুড়হুদার লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কে আবারও একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আজ রবিবার সকাল ৮টার দিকে সোহেলের পোল্ট্রি ফার্মের পাশে একটি দ্রুতগামী প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় নিশ্চিত করা গেছে। তিনি দর্শনা পরানপুর ৫ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি মনিরুল ইসলাম।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকেসহ অপর আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠান। বর্তমানে চিকিৎসকরা তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কের এই নির্দিষ্ট স্থানটিতে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার দুই পাশে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বড় বড় ঝোপঝাড়ের কারণে দৃষ্টিসীমা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বিপরীত দিক থেকে আসা কোনো গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালক একে অপরকে দেখতে পান না, যা এসব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ করে স্থানীয়দের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঠিক এই একই স্থানে গত পাঁচ দিন আগেও একটি মর্মান্তিক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই জনেই প্রাণ হারিয়েছিলেন। একের পর এক এমন প্রাণঘাতী ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বারবার দুর্ঘটনা ঘটার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না থাকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাদের দাবি অবিলম্বে লোকনাথপুর–পরানপুর সড়কের উভয় পাশের বিপজ্জনক ঝোপঝাড় ও জঙ্গল দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।

“দুর্ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নয়—দুর্ঘটনা রোধে আগেই প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নেওয়া হোক”

এই স্লোগানকে সামনে রেখে এলাকাবাসী উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের জরুরি ও কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। প্রাণহানি এড়াতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এমনটাই সকলের প্রত্যাশা।

ঝিনাইদহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ৪, নিহত ২

ঝিনাইদহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরও অন্তত চারজন। বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) সকালে কালীগঞ্জ পৌরসভার সাব রেজিস্টি অফিসের সামনে ও মহেশপুরে উপজেলার কুল্লাপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে কালীগঞ্জ পৌরসভার কসাইখানা পরিদর্শক আ স ম আব্দুস সামাদ মোটরসাইকেলে বৈশাখী তেল পাম্পের সামনে থেকে অফিসে যাচ্ছিলেন। পথে সাব রেজিস্টি অফিসের সামনে পৌঁছালে খুলনা থেকে কুষ্টিয়াগামী রূপসা পরিবহনের একটি বাস তাকে চাঁপা দিয়ে অপর একটি ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। এতে আব্দুস সামাদ ও ইজিবাইক চালক নুর হোসেন গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আব্দুস সামাদকে মৃত ঘোষণা করে।

এসম আহত হয় ইজিবাইকচালক। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

অপরদিকে, মহেশপুর উপজেলার কুল্লাপাড়া গ্রামের মসজিদের সামনে ইটভাটার মাটি টানা ট্রাক্টরের ধাক্কায় মামুন হোসেন নামের এক ভ্যানচালক নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিনজন।

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত-আহতদের পরিবার পেল ১ কোটি ১৯ লাখ টাকার অনুদান

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ট্রাস্টি বোর্ডের মঞ্জুরিকৃত ১ কোটি ১৯ লাখ টাকার আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ আগষ্ট) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএর আয়োজনে এ চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো.নোমান হোসেন। এসময় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৯ জনের পরিবারের প্রত্যেককে ৫ লাখ টাকা করে মোট ৯৫ লাখ টাকা এবং আহত ১২ জনকে মোট ২৪ লাখ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়। সব মিলিয়ে ৩১টি পরিবারের হাতে ১ কোটি ১৯ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়।

সে সময় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নারায়ণ চন্দ্র পাল, বিআরটিএ ঝিনাইদহ সার্কেলের সহকারী পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাস, মোটরযান পরিদর্শক সজীব সরকার ও সোহাগ হোসেন, মেকানিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শাওন রেজাসহ জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএর কর্মকর্তা- কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিআরটিএ ঝিনাইদহ সার্কেলের সহকারী পরিচালক দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সহায়তায় বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ড নিয়মিত আর্থিক অনুদান দান করে আসছে। নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী যোগ্য ব্যক্তিদের আবেদন যাচাই-বাছাই শেষে এ অনুদান দেওয়া হয়।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন বলেন,সড়ক দুর্ঘটনায় একটি পরিবারের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়,তা কোনো অর্থের বিনিময়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে সরকারের এই আর্থিক সহায়তা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দুর্দিনে পাশে থাকার একটি আন্তরিক প্রয়াস। তিনি নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে সড়ক আইন মেনে চলা,যানবাহন চালানোর সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন,চালক,যাত্রী ও পথচারীসহ সড়ক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা বাড়লে দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক গৃহবধূ নিহত

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। গত ৩ জুন বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গার ভালাইপুর-হাটবোয়ালিয়া সড়কের আসমানখালী খাজা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অটোরিকশা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই শাহানারা খাতুন (৪৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়।

নিহত শাহানারা খাতুন উপজেলার চিৎলা গ্রামের আব্দুস সাত্তারের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শাহানারা খাতুন বিকেল ৩টার দিকে পারিবারিক কাজে নিজ বাড়ি থেকে অটোরিকশাযোগে আসমানখালী বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পথিমধ্যে ভালাইপুর-হাটবোয়ালিয়া সড়কের আসমানখালী খাজা মোড়ে পৌঁছালে অটোরিকশার চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা দেন। এতে শাহানারা খাতুন গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ নিহত ৩, আহত ২

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ওলিনগর এলাকায় ইজিবাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা মাঠপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকচালক আরিফুল ইসলাম (৩২), একই গ্রামের মাহিমের চার বছর বয়সী মেয়ে আফরিন এবং যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার সজীব আলীর ছেলে মাহিমের ভাগ্নে আকবর আলী (১০) ওরফে আবরার। আহত হয়েছেন মাহিম আলী ও তার স্ত্রী মুক্তা খাতুন। তারা কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিফুল ইসলাম মাহিমের পরিবারের ৪ জন যাত্রী নিয়ে শালিকা থেকে মটমুড়ায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাচ্ছিলেন। পথে তেরাইল ওলিনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ইজিবাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ইজিবাইক চালক আরিফ মারা যান এবং যাত্রীরা গুরতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মাহিমের মেয়ে আফরিন ও ভাগ্নে আবরার মারা যায়।

অপরদিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু আফরিন ও আকবর আলীর মৃত্যু হয়।

আফরিনের মামা রহিদুল ইসলাম জানান, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। কুষ্ঠিয়ার নেওয়ার পর আফরিন ও আবরার মারা গেছে। মাহিম ও মুক্তার অবস্থাও আশঙ্কাকা জনক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক, ইজিবাইক এবং নিহত আরিফুল ইসলামের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এদিকে, ইজিবাইক চালক আরিফের মরদেহ উত্তর শালিকা গ্রামের পৌছালে পুরো এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। আফরিন ও আবরারের মরদেহ

শালিকা উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া থেকে রওয়ানা হয়েছে। বিকালে আরিফের দাফন সম্পন করার প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ দুজন নিহত

ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরের সামনে বাস চাকায় পিষ্ট হয়ে আরজ আলী (১৮) নামে এক মোটরসাইকেলের চালক নিহত হয়েছে|

আজ শুক্রবার (২৯ মে) বিকালে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরের সামনে এই বাস চাপার ঘটনা ঘটে| নিহত মোটরসাইকেল চালক আরজ আলী কোটচাঁদপুর উপজেলার কালুখালী গ্রামের লিটন হোসেনর ছেলে|

এছাড়া, শৈলকুপায় চলন্ত অটোভ্যানের ধাক্কায় মীম খাতুন (৩) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে| বেলা ১১টার দিকে শৈলকুপার গোসাইডাঙ্গা গ্রামে অটোভ্যান চাপায় শিশু নিহতের ঘটনা ঘটে| নিহত শিশু মিম খাতুন শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়নের গোসাইডাঙা গ্রামের কবির হোসেনের মেয়ে|

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিকালে শহরের শহিদ মিনার চত্বরের সামনে মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় লেন পার হওয়ার সময় একটি বাস মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়| এসময় মোটরসাইকেল চালক আরজ আলী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়| পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়|

এদিকে, শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়নের গোসাইডাঙ্গা গ্রামে নিজ বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে খেলছিল শিশু মীম| এ সময় যাত্রীবাহী একটি অটোভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুকে ধাক্কায় দেয়| এতে শিশুটি অটোভ্যানের চাকায় পিষ্ট হলে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা ¯^◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়| সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন|

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা

জানান, অটোভ্যানের ধাক্কায় মিম খাতুন (৩) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে| এই বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে|

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত ডা. তাপস কুমার বলেন, মোটরসাইকেল চালককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়| মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে|

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মো. আসাদউজ্জামান বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে| ঘাতক বাসটি আটক করে থানায় রাখা হয়েছে| এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে|

মেহেরপুরে ট্রাক-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার বন্দর এলাকার পিটিআই মোড়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহতরা হলেন সদর উপজেলার রায়পুর খন্দকারপাড়ার হাফু ইসলামের ছেলে নয়ন (২০) এবং বন্দর বেলতলা পাড়ার আমিরুল ইসলামের ছেলে জীবন (২২)। স্থানীয়রা জানান, তারা সম্পর্কে বন্ধু ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থেকে ছেড়ে আসা একটি কলাবোঝাই ট্রাক মেহেরপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, মেহেরপুর থেকে মোটরসাইকেলে করে জীবন ও নয়ন মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিলেন। বন্দর এলাকার পিটিআই মোড় অতিক্রম করে চকশ্যামনগর এলাকায় পৌঁছালে একটি যানবাহনকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের তীব্রতায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং দুই আরোহী

সড়কে ছিটকে পড়েন।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নয়নের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় জীবনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে নিহতদের স্বজনরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তাদের আহাজারিতে হাসপাতাল এলাকায় হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও মোটরসাইকেল পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে দুই মোটরসাইকেল মুখোমুখি ধাক্কায় শিশুসহ ৪জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতাল বাজারে দটি মোটরসাইকেল মুখোমুখি ধাক্কায় শিশুসহ চারজন আহত হয়েছেন। আজ রবিবার বিকাল ৫ টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন সদর উপজেলার আলমপুর গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে সেলিম রেজা (৪৫), হারুনের ছেলে রবিউল ইসলাম(৪৩), গাংনীর চৌগাছার আলামিনের ছেলে আলিফ (১৪), ও ছরোয়ার হোসেনের ছেলে সিফাত (১৪)। আহতরা সকলেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

আহত রবিউল ইসলাম জানান, আলমপুর থেকে এক আত্নীয়র জানাজায় অংশ নিতে মোটরসাইকেল যোগে তেরাইল গ্রামে যাচ্ছিলেন।

এসময় বিপরিত দিক থেকে আসা একটি দ্রত গতির এপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল তাদের মুখোমুখি ধাক্কায় দেয়। এসময় দুই মোটরসাইকেল থেকে সকলেই ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তবে সেলিম রেজার অবস্থা আশংকাজনক।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার জানান,ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ার খোকসায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ভ্যানচালকের

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ঝন্টু দাস
(৪২) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার একতারপুর (পালপাড়া) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ঝন্টু দাস খোকসা উপজেলার কমলাপুর ঋষিপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিজ ভ্যান চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে গেলে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

হাসপাতালে নেওয়ার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আবির হোসেন সোহাগ তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।